বাজারের একমাত্র ও সর্বপ্রথম রিভিশনাল বুক
‘আইনের ধারাপাত’ বইটির সাধারণ পরিচিতি

ভাইভা ও এমসিকিউ পরীক্ষার্থীদের জন্য এসেই গেলো বইটি!!

‘আইনের ধারাপাত’ বইটির উদ্দেশ্য কী?

যেকোনো বইয়েরই একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং তার জন্য উদ্দিষ্ট পাঠককূলকে মাথায় রেখে সেটি সাজাতে হয়। যারা বার কাউন্সিল এবং জুডিসিয়ারি এমসিকিউ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন [অথবা ভাইভা পরীক্ষার্থী তাদের জন্যও বটে!] তাদের জন্য এই বইটি একটি রিভিশনাল বুক। রিভিশনাল বুক খুব সম্ভবত একটি নতুন আইডিয়া। বাজারে সেই বিবেচনায় এটিই প্রথম বই।

রিভিশনাল বুক কী?

রিভিশনাল বুক মানে যেই বই দেখে আপনার প্রস্তুতি কতটুকু হলো, কোথায় ঘাটতি আছে তা যাচাই করার একটি বই। বার কাউন্সিলের ৭টি সাবজেক্টের ওপর এককথায় কিছু প্রশ্নমালা সাজানো রয়েছে যেগুলোর উত্তর কোনো অপশন ছাড়াই আপনি দিতে সক্ষম হলে বোঝা যাবে বার কাউন্সিল এমসিকিউ অথবা ভাইভা পরীক্ষার জন্য আপনি পুরোপুরি ফিট। পরীক্ষার আগে সাধারণভাবে পুরো কোর্স যখন রিভিশন দেবেন তখন এই ছোট্ট বইয়ের প্রশ্নগুলো আপনার জন্য একটা হ্যান্ডি বুক হিসেবে কাজ করবে। আমরা অন্তত এটুকু বলতে পারি, এখানে থাকা প্রশ্নগুলো যিনি পারবেন তার সক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ের এবং এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হবার কোনোই কারণ নেই, এমনকি তার অন্তত ৭৫-৮০ নম্বর এমনিতেই নিশ্চিত হবার কথা।

কিন্তু এই বইয়ে শুধুই কি প্রশ্নমালা রয়েছে? নাকি আরো কিছু আছে?

নিচে বইয়ের কিছু পৃষ্ঠার একাংশ দিয়ে দিয়ে এই বইয়ে কী কী আছে, কীভাবে আছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো। দেখুন। এই বইটি আপনার কাজে দেবে কিনা আদৌ! পরের পৃষ্ঠাতেই নমুনা দিলাম। নমুনাগুলো দেখতে দেখতে আলোচনাগুলো পড়ুন।

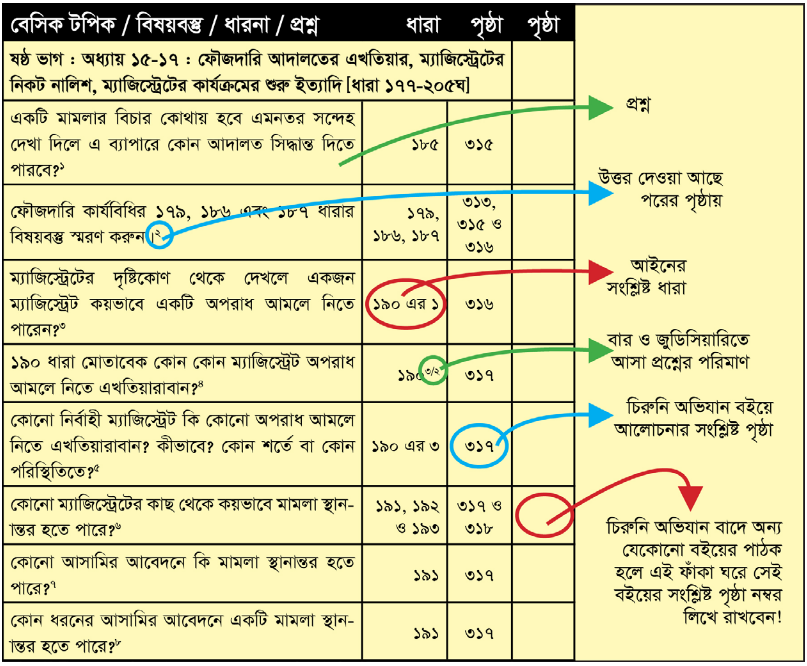

বেসিক টপিক / বিষয়বস্তু / ধারনা / প্রশ্ন	ধারা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ ভাগ : অধ্যায় ১৫-১৭ : ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ, ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যক্রমের শুরু ইত্যাদি [ধারা ১৭৭-২০৫ঘ]			
একটি মামলার বিচার কোথায় হবে এমনতর সন্দেহ দেখা দিলে এ ব্যাপারে কোন আদালত সিদ্ধান্ত দিতে পারবে?[১]	১৮৫	৩১৫	
ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৯, ১৮৬ এবং ১৮৭ ধারার বিষয়বস্তু স্মরণ করুন।[২]	১৭৯, ১৮৬, ১৮৭	৩১৩, ৩১৫ ও ৩১৬	
ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একজন ম্যাজিস্ট্রেট কয়ভাবে একটি অপরাধ আমলে নিতে পারেন?[৩]	১৯০ এর ১	৩১৬	
১৯০ ধারা মোতাবেক কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ আমলে নিতে এখতিয়ারাবান?[৪]	১৯০[৩/২]	৩১৭	
কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কি কোনো অপরাধ আমলে নিতে এখতিয়ারাবান? কীভাবে? কোন শর্তে বা কোন পরিস্থিতিতে?[৫]	১৯০ এর ৩	৩১৭	
কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কয়ভাবে মামলা স্থানান্তর হতে পারে?[৬]	১৯১, ১৯২ ও ১৯৩	৩১৭ ও ৩১৮	
কোনো আসামির আবেদনে কি মামলা স্থানান্তর হতে পারে?[৭]	১৯১	৩১৭	
কোন ধরনের আসামির আবেদনে একটি মামলা স্থানান্তর হতে পারে?[৮]	১৯১	৩১৭	

বইয়ের কোথায় কী আছে তার নমুনা উপরের চিত্রটি। আর নিচে দেখুন বইয়ের দুইটি পৃষ্ঠা। তবে ধারার প্রশ্নগুলো কোন কোন সালে এসেছিলো এটা আপডেটেড নেই এটিতে।

বেসিক টপিক / বিষয়বস্তু / ধারনা / প্রশ্ন	ধারা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ ভাগ : অধ্যায় ১৫-১৭ : ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ, ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যক্রমের শুরু ইত্যাদি [ধারা ১৭৭-২০৫ঘ]			
একটি মামলার বিচার কোথায় হবে এমনতর সন্দেহ দেখা দিলে এ ব্যাপারে কোন আদালত সিদ্ধান্ত দিতে পারবে?[১]	১৮৫	৩১৫	
ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৯, ১৮৬ এবং ১৮৭ ধারার বিষয়বস্তু স্মরণ করুন।[২]	১৭৯, ১৮৬, ১৮৭	৩১৩, ৩১৫ ও ৩১৬	
ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একজন ম্যাজিস্ট্রেট কয়ভাবে একটি অপরাধ আমলে নিতে পারেন?[৩]	১৯০ এর ১	৩১৬	

বেসিক টপিক / বিষয়বস্তু / ধারনা / প্রশ্ন	ধারা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
১৯০ ধারা মোতাবেক কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ আমলে নিতে এখতিয়ারাবান?[৪]	১৯০[৩/২]	৩১৭	
কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কি কোনো অপরাধ আমলে নিতে এখতিয়ারাবান? কীভাবে? কোন শর্তে বা কোন পরিস্থিতিতে?[৫]	১৯০ এর ৩	৩১৭	
কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কয়ভাবে মামলা স্থানান্তর হতে পারে?[৬]	১৯১, ১৯২ ও ১৯৩	৩১৭ ও ৩১৮	
কোনো আসামির আবেদনে কি মামলা স্থানান্তর হতে পারে?[৭]	১৯১	৩১৭	
কোন ধরনের আসামির আবেদনে একটি মামলা স্থানান্তর হতে পারে?[৮]	১৯১	৩১৭	
একজন ফরিয়াদি বা অভিযোগকারীর জবানবন্দি গ্রহণ সম্পর্কিত ধারা কোনটি?[৯]	২০০	৩২১	
ফরিয়াদি যেই জবানবন্দি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেন সেখানে শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর থাকলেই চলে – কথাটি কি সত্য?[১০]	২০০	৩২১	
কোন কোন পরিস্থিতিতে ফরিয়াদির জবানবন্দি গ্রহণের প্রয়োজন নেই?[১১]	২০০ এর ক, কক এবং গ	৩২১	
অভিযুক্তের প্রতি পরোয়ানা ইস্যু স্থগিত রাখা ফৌজদারি কার্যবিধির কত ধারার বিষয়বস্তু?[১২]	২০২	৩২১	
পরোয়ানা ইস্যু স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে কোনো নালিশের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ হওয়াটাই প্রধানতম বিষয় – কথাটি কি সত্য?[১৩]	২০২	৩২২	
ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৩ ধারার বিষয়বস্তু কী?[১৪]	২০৩	৩২৩	
নালিশ খারিজকরণ ফৌজদারি কার্যবিধির কত ধারায় আলোচিত হয়েছে?[১৫]	২০৩	৩২৩	
২০২, ২০৩ ও ২০৪ ধারা তিনটির বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে মনে করুন।[১৬]	২০২, ২০৩ ও ২০৪	৩২৩	
একটি ফৌজদারি মামলায় কি কোনো আসামি ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে রেহাই পেতে পারেন?[১৭]	২০৫	৩২৩	

বেসিক টপিক / বিষয়বস্তু / ধারনা / প্রশ্ন	ধারা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
পরোয়ানার জন্য নির্ধারিত কোনো ফিস পরিশোধ না হলেও পরোয়ানা ইস্যু করা একটি আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ – কথাটি কি সত্য?[১৮]	২০৪ এর ৩	৩২৩	
২০৫গ ও ২০৫গগ ধারা দুইটির ভেতরে বিষয়বস্তুগত সম্পর্ক কী?[১৯]	২০৫গ ও ২০৫গগ	৩২৩ ও ৩২৪	

রয়েছে বাছাইকৃত প্রশ্ন : কয়েকটি বিবেচনায় এমসিকিউ পরীক্ষার্থীদের জন্য এই বইটি সাজানো হয়েছে। কঠিন সব আইনের ধারা ও তার বিষয়বস্তু, ধারণা, শাস্তি, তামাদি ইত্যাদি কতটুকু মনে রাখতে পেরেছেন তা যাচাই করার সবচে ভালো উপায় হলো – একটি প্রশ্ন কোনো ধরনের এমসিকিউ অপশন ছাড়াই এর উত্তর বা সংশ্লিষ্ট ধারা ও ধারণা মনে করতে পারা। ফলে আমরা এই বইয়ে কোনোরকম অপশন ছাড়া শুধুই বাছাই করা মূল ট্রিকি প্রশ্নটি তুলে দিয়েছি।

কিন্তু এই প্রশ্নগুলো কোথা থেকে এলো। এই প্রশ্নগুলো তৈরি করা হয়েছে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে। যেই প্রশ্ন বা ধারাগুলো অথবা ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকেই বাছাই করে সাজানো হয়েছে। বিগত সালে আসা কোনো প্রশ্ন বাদ যায়নি। উপরন্তু ভবিষ্যতে আসার মতো কোয়ালিটি প্রশ্ন তৈরি করা যায় এমনতর অনেক ধারা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। আবার অনেকগুলো ধারণাগত প্রশ্ন আপনি পারেন কিনা তা যাচাই করার জন্য কোনো বিষয় সত্য নাকি মিথ্যা এমন কিছু প্রশ্নও করা আছে।

প্রশ্নগুলোর উত্তর : প্রশ্নের পাশেই সুপারস্ক্রিপ্ট করে একটি সংখ্যা দেওয়া আছে। প্রশ্নমালা শেষ হবার পরেই সেটির উত্তর উক্ত সংখ্যা দিয়ে এককথায় দেওয়া আছে। ফলে উত্তর একেবারে অজানা থাকলে সাথে সাথে দেখে সেটি স্মরণ করতে পারবেন। আর বিষয়বস্তুটি একেবারে পড়া না থাকলে গুরুত্ব দিয়ে মূল বই থেকে সেটি বিস্তারিত পড়ে নেবেন।

সংশ্লিষ্ট ধারা : প্রশ্নটির ঠিক পরবর্তী ডান পাশের কলামেই রয়েছে উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কিত ধারাটির উল্লেখ। ফলে সংশ্লিষ্ট ধারা আপনাকে খুঁজে আবিষ্কার করতে হবে না। সহজেই চাইলে প্রশ্ন সম্পর্কিত ধারাটি পড়ে ফেলতে পারবেন যেকোনো মূল বই থেকে।

বিগত প্রশ্ন : ধারার কলাম বা যেখানে ধারা উল্লেখ করা আছে, সেখানে লক্ষ্য করবেন কিছু কিছু ধারার পাশে সুপারস্ক্রিপ্ট করে সংখ্যা দেওয়া আছে। সেই সংখ্যাটি বার কাউন্সিল ও জুডিসিয়ারিতে বিগত পরীক্ষাগুলোতে আসা প্রশ্নের পরিমাণ বা সংখ্যা। কখনো শুধু একটি সংখ্যা দেওয়া থাকলে বুঝবেন সেটি বার কাউন্সিল পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের সংখ্যার পরিমাণ। আবার কখনো / চিহ্ন দিয়ে দুইটি সংখ্যা থাকলে বুঝবেন যে, সেটির প্রথমটি বার কাউন্সিল পরীক্ষা ও দ্বিতীয়টি জুডিসিয়ারি পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের পরিমাণ। অর্থাৎ, কোন ধারা থেকে কতটি প্রশ্ন এসেছে বিগত সালগুলোতে, ফলে কোনটা কতটা গুরুত্বের সাথে পড়তে হবে তা আপনি নিজেও সহজেই নির্ধারণ করতে পারবেন।

চিরুনি অভিযানের পৃষ্ঠা উল্লেখ : আমাদের প্রকাশিত 'একটি চিরুনি অভিযান [MCQ পর্ব' বইটির উক্ত প্রশ্নের উত্তর ও সংশ্লিষ্ট ধারাটি কোন পৃষ্ঠায় আছে সেটি উল্লেখ করা আছে। ফলে চিরুনি অভিযান মূল বইয়ের পাঠকরা সহজেই আবারো মূল আলোচনা দেখে নিতে পারছেন মূল বই থেকে।

চিরুনি অভিযান বাদে অন্য বইয়ের পাঠকদের জন্য ফাঁকা পৃষ্ঠা নম্বর : আপনি চিরুনি অভিযান পড়েননি? বা আপনার সংগ্রহে নেই? বাজারের অন্যান্য গাইড বইগুলো পড়ছেন? তাতেও কোনোই অসুবিধা নেই এই বই পড়তে। বরং আপনাদের জন্যই এই বইটি বিশেষভাবে লেখা যারা আমাদের প্রকাশিত মূল চিরুনি অভিযান বইটি সংগ্রহে রাখেননি। সর্বশেষ ডান দিকের কলামে লক্ষ্য করুন যে, সেটি একটি পৃষ্ঠা নম্বরের কলাম। কিন্তু কলামটি ফাঁকা রয়েছে। এই কলামে আপনি যে বই দেখে পড়ছেন, তা কোনো মূল বই হতে পারে অথবা চিরুনি অভিযান ব্যতীত বাজারে প্রচলিত অন্য কোনো গাইড বই হতে পারে, সেই বইয়ে উক্ত প্রশ্ন-সংশ্লিষ্ট ধারা ও উত্তর কোন পৃষ্ঠায় রয়েছে তা লিখে রাখতে পারেন। এতে করে পরীক্ষার আগে খুব সহজেই আপনার প্রিয় বা পছন্দের বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বরে যেকোনো সময় সহজেই চোখ বুলিয়ে নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

কীভাবে পড়বেন আর কোন ধারাগুলো গুরুত্বপূর্ণ : বার কাউন্সিল প্রস্তুতির ৭ টি সাবজেক্ট কিন্তু খুব মজা করে পাঠ করা সম্ভব। কিন্তু এর একটি গুড আউটলাইন প্রস্তুত করা দরকার। পেনাল কোডে কাজটি সহজ। অন্যগুলোতেও সম্ভব কিন্তু একটু জটিল। আমরা যতোটা সম্ভব গুছিয়ে দিয়েছি এই বইয়ে। প্রতিটি সাবজেক্টকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পারসেপশনে নিলে দেখবেন যে, বিষয়গুলো

খুবই সহজে, বিশেষত ধারা সংক্রান্ত প্রশ্ন আপনার মিস করার কোনো কারণই নেই। আমরা বই তৈরি করার সময় শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিবেচনা করে বই-টিকে অহেতুক বড় করা থেকে বিরত থেকেছি। ফলে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যেই সেগুলো তুলে ধরেছি আমরা। অন্যদিকে, এই বইয়ের ক্রেতাদের অনলাইনে আপডেট দেবো নিয়মিত। আশা করি সেটি আপনাদের কাজে দেবে। অনলাইনে এখন ফ্রি আইডি খোলা যাচ্ছে। আমাদের সাইট juicylaw.com এ গিয়ে এখুনি ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করে রাখুন এবং ফোন দিন : ০১৭১২-৯০৮৫৬১ এ।

সমরূপী বিষয়বস্তুগুলো মেমোরাইজ করার জন্য ছক : কিছু কিছু বিষয়ে যথাসম্ভব সহজ উপস্থাপন ও ধারাগুলোর ভেতরে কোনো ধরনের ছন্দ থাকলে সেটিকে কোনো একটি ছক বা চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সময়ের অভাবে আরো অনেক ছক এই বইয়ে দেওয়া না গেলেও আপনাদের দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আপনারা এসবের আপডেট পাবেন facebook.com/juicylaw এই ফেসবুক পেইজে অথবা facebook.com/adv.muradmorshed এই ফেসবুক প্রফাইলে। অথবা আমাদের ওয়েবসাইটতো আছেই সেটার জন্য।

লেখক
মুরাদ মোর্শেদ ও তাহেরা নাজমা

প্রকাশনায়
আইনকানুন প্রকাশনী

সম্ভাব্য প্রকাশের সময়
নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ, ২০১৮

বই পেতে / বুকিং দিতে যোগাযোগ
০১৭১২-৯০৮৫৬১

বইয়ের সাইজ : বুক সাইজ [১৬/১]
বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৪
বইটির ক্রয়মূল্য : ১৩০/-